যুগান্তর

৩/১০/২০০৫

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩......

দাখিল পরীক্ষায়
নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি

বেশ কয়েক বছর ধরে এসএস
পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয় ব্যতীত বা
বিষয়গুলোতে ৫০% নৈর্ব্যক্তিক ও ৫০
লিখিত পদ্ধতি চলছে। অপর দি
মাদ্রাসায় দাখিল শ্রেণীতে মাত্র ২
নম্বরের এক শব্দ/বাক্যে প্রশ্নোত্তর ও ৮
নম্বরের লিখিত পদ্ধতি বর্তমান। বল
গেলে সবই লিখিত। গত বছর গ্রেডি
পদ্ধতি চালু হওয়ায় ফলাফলে দেখা গে
মাদ্রাসা বোর্ডে একজনও এ+ বা মেধ
তালিকায় নেই। এক্ষেত্রে একজন ছা
চেষ্টা করলে নৈর্ব্যক্তিকে ৫০-এ ৫০ এব
লিখিত পরীক্ষায় ৫০-এ ৩৫-৪৫ পেতে
পারে। সে তুলনায় মাদ্রাসা ছাত্রদের
বেলায় সব বিষয়ে ৮০%-এর উপরে
নম্বর পাওয়া একান্তই দুঃসাধ্য।

যেহেতু পাঠ্যক্রমসহ সব দিক থেকে উভয় শ্রেণীকে সমমান দেয়া হয়েছে তাই দাখিল শ্রেণীতে ২০ নম্বরের সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরিবর্তে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। তাহলে মাদ্রাসা ছাত্রদের ওপর থেকে বৈষম্যমূলক আচরণগুলোর একটি নিরসন হবে।

এমএএস
নবীগঞ্জ সিনিয়র মাদ্রাসা
নারায়ণগঞ্জ